## আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

## বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **পবিত্র কোরআনে হযরত আদম (আ:)-১**

"আদম" নামটি কুরআন মাজীদের ২৫টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ভালো করে বুঝতে হলে ২৫টি আয়াতের সাথে আগে ও পরের কিছু আয়াতও পরা প্রায় পড়া প্রয়োজন। হযরত আদম (আ:) সংক্রান্ত-৯টি সুরার ৬৫টি আয়াত ৩টি খন্ডে পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আদম -১ প্রথম খণ্ডে সূরা আল-বাকারাহ ১০টি আয়াত, সূরা আলে-ইমরানের ৩টি আয়াত ও সূরা আল-মায়েদার ৬টি আয়াত উল্লেখ করা হচ্ছে।

সূরা আল-বাকারাহ ১০টি আয়াতের বিষয় হচ্ছে "দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব (খলিফা) করার জন্য তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।"

সূরা আলে-ইমরানের ৩৩ ও ৩৪ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "আল্লাহ বিশ্বজগতের মধ্যে যাদেরকে বাছাই করেছেন তাদের নাম।"

সূরা আলে-ইমরানের ৫৯ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "ঈসার সৃষ্টির দৃষ্টান্ত আদমের মতো।"

সূরা আল-মায়েদার ৬টি আয়াতের বিষয় হচ্ছে "যদি কেউ কাউকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো। যদি কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো।"

**পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:** **সূরা আল-বাকারাহ ২:৩০ থেকে ২:৩৯**

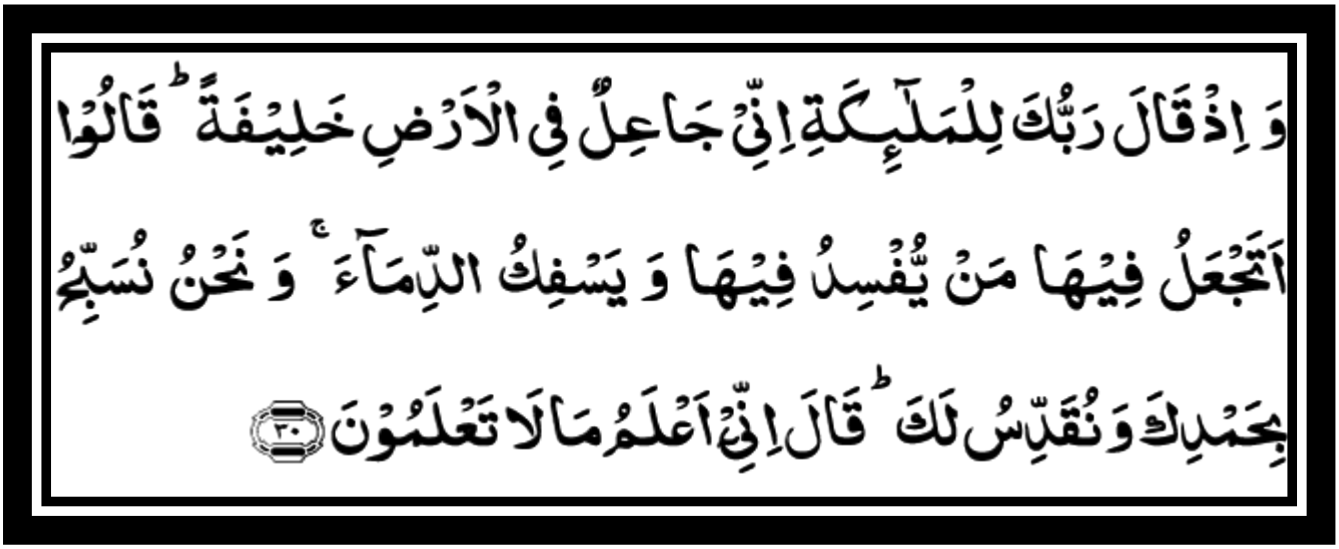
وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْۤا
اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

**স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বলিলেন, "আপনি কি এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করিবে?" আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি. তিনি বলিলেন, "নিশ্চই আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জান না।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:৩০)**

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ
اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেই সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, "এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:৩১)

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾

তাহারা বলিল, "আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নাই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:৩২)

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ
اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۙ وَ اَعْلَمُ مَا
تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

তিনি বলিলেন, "হে আদম! তাহাদেরকে এই সকল নাম বলিয়া দাও।" সে তাহাদেরকে এই সকলের নাম বলিয়া দিলে তিনি বলিলেন, "আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাহাও জানি?" (সূরা আল-বাকারাহ ২:৩৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَ
اسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

যখন আমি ফিরিশতাদের বলিলাম, 'আদমকে সিজদা করো', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল; সে অমান্য করল ও অহংকার করিল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল। (সূরা আল-বাকারাহ ২:৩৪)

وَ قُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٥﴾

এবং আমি বলিলাম, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেটা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার করো, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; হইলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:৩৫)

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَ قُلْنَا
اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ
مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾

কিন্তু শয়তান উহা হইতে তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহারা যেখানে ছিল সেখান হইতে তাহাদেরকে বহিস্কার করিল। আমি বলিলাম, "তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:৩৬)

فَتَلَقَّىٰٓ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

**অতঃপর আদম তাহার প্রতিপালক নিকট হইতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হইল। আল্লাহ তাহার প্রতি ক্ষমাপর্বশ হইলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। (সূরা আল-বাকারাহ ২:৩৭)**

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

**আমি বলিলাম, "তোমরা সকলেই এই স্থান হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের কোনো ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:৩৮)**

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾

**যাহারা কুফরি করিবে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিবে তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। (সূরা আল-বাকারাহ ২:৩৯)**

Click here http://www.morningbrightness.fi/

**পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আলে-ইমরান ৩:৩৩-৩৪ এবং ৫৯**

নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করিয়াছেন। (সূরা আলে-ইমরান ৩:৩৩)

ইহারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আলে-ইমরান ৩:৩৪)

আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই "ঈসা র দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ. তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর উহাকে বলিলেন 'হও", ফলে সে হইয়া গেল। (সূরা আলে-ইমরান ৩:৫৯)

**পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:**

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ
اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا
يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٧﴾

**আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাহাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও। যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করিয়াছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হইল এবং অন্যজনের কবুল হইল না। সে বলিল,"আমি তোমাকে হত্যা কৰিবই।" অপরজন বলিল, "অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করুন।" (সূরা আল-মায়েদা ৫:২৭)**

لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ
لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

**"আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুলিলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলিব না; আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহেক ভয় করি।" (সূরা আল-মায়েদা ৫:২৮)**

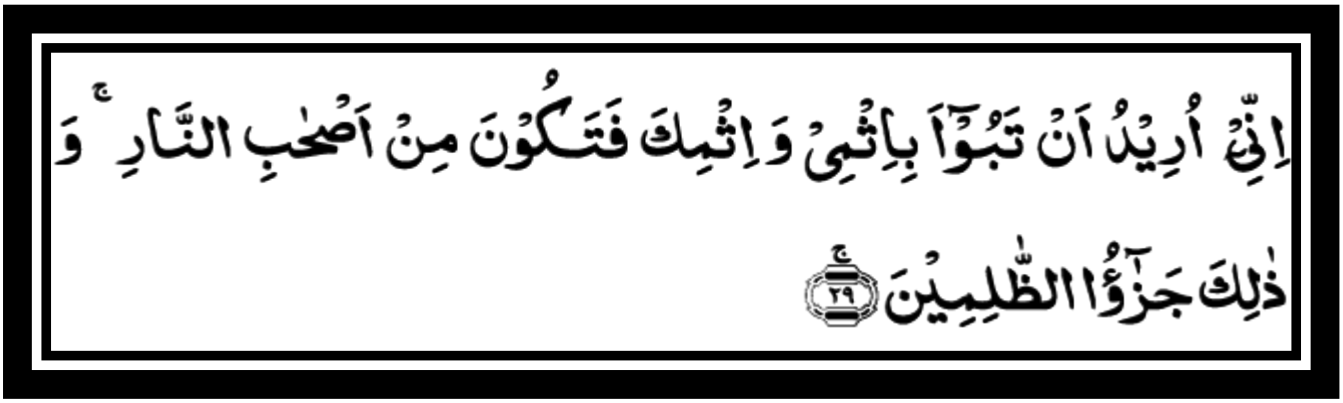
إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَ
ذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩

"তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং দোজখবাসী হও -ইহাই আমি চাই এবং ইহা জালিমদের কর্মফল।" (সূরা আল-মায়েদা ৫:২৯)

فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٣٠

অতঃপর তাহার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাহাকে উত্তেজিত করিল। ফলে সে তাহাকে হত্যা করিল; তাই সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল। (সূরা আল-মায়েদা ৫:৩০)

فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابٗا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُۥ كَيۡفَ يُوَٰرِي سَوۡءَةَ
أَخِيهِۚ قَالَ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ
فَأُوَٰرِيَ سَوۡءَةَ أَخِيۚ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ٣١

অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠাইলেন, যে তাহার ভ্রাতার শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তাহা দেখাইবার জন্য মাটি খনন করিতে লাগিল। সে বলিল, "হায়! আমি কি এই কাকের মত হইতে পারিলাম না, যাহাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ গোপন করিতে পারি!" অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল। (সূরা আল-মায়েদা ৫:৩১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

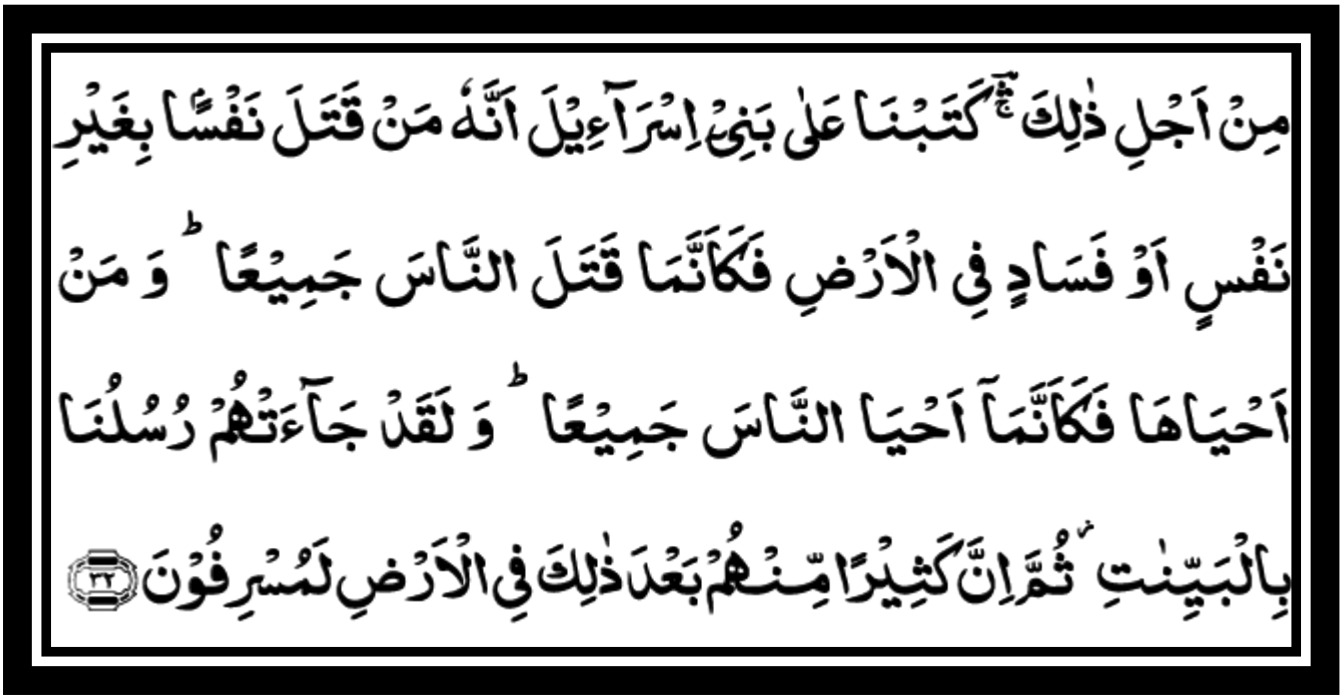
مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ
نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ مَنْ
اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

**এই কারণেই বনি ইসরাইলের প্রতি বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল; আর কেহ কাহারও প্রাণ রক্ষা করিলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল। তাহাদের নিকট তো আমার রাসুলগণ স্পষ্ট প্রমাণ আনিয়াছিল, কিন্তু ইহার পর তাহাদের অনেকে দুনিয়াতে সীমালংঘন-কারিই রহিয়া গেল। (সূরা আল-মায়েদা ৫:৩২)**

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা শয়তান মানুষের চরম শত্রু। শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার চেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত। শয়তান মানুষের সমাজে দন্দ্ব, দুর্নীতি, হানাহানি, রক্তারক্তি, জুলুম-নিপীড়ন তৈরী করার জন্য মানুষকে উস্কানি দিতে থাকে। এবং পরিশেষে সমাজ হয়ে যায় একটা নিচু সমাজ। এবং পরকালে শয়তানের অনুসারীরা জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে যাবে। আসুন, আমরা দোয়া করি, হে আল্লাহ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আখেরাতে আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

**আমীন**

**আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ**

Click here http://www.morningbrightness.fi/